দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 APR 2003
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

খুলনায় ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় ২ জন গ্রেফতার

খুলনা অফিস ॥ বখাটেদের উৎপাতে মেধাবী ছাত্রী রুমি আত্মহত্যা করার পর গত তিন দিনেও পুলিশ বখাটে যুবক রনি, হাসান, মিজানসহ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। তবে পুলিশ গতকাল বুধবার হাসানের মা রহিমা বেগম (৪২) ও মিজানের মা সালেহা বেগম (৪০) কে গ্রেফতার করেছে। (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

খুলনায় ছাত্রীর

(প্রথম পৃঃ পর)

এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, গত ১লা বৈশাখ দুপুরে সশস্ত্র অবস্থায় স্থানীয় যুবক রনি হাসান, মিজানসহ ৪/৫জনের একটি দল রুমিদের নগরীর পাবলাস্থ মধ্যপাড়ার বাসায় গিয়ে তাকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। রুমির পিতা আব্দুল বারী ও মা বখাটেদের বাধা দিতে গেলে তারা তাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। এক পর্যায়ে রুমি তাদের ঘরে ঢুকে দরজার খিল আটকিয়ে দেয়। এ সময় বখাটে যুবকরা দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা চালায়। রুমির মা-বাবা মেয়ের সাড়া শব্দ না পেয়ে দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে তাকে সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। পারিবারিক সূত্র জানায়, ১৯৯৫ সালে জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট কুল এন্ড কলেজের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী রুমির প্রতি স্থানীয় বখাটে যুবক রনির নজরে পড়ে। তখন থেকেই সে দলবলসহ তাকে বিয়ের জন্য উত্যক্ত করতো। রুমির পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি বখাটেদের পরিবারকে জানালেও তারা এর কোন প্রতিকার করেনি। এক পর্যায়ে আব্দুল বারী বাধ্য হয়ে নিজ বাড়ি ছেড়ে গ্যারিসন এলাকায় ভাড়া বাড়িতে ওঠে। সেখানে গিয়েও বখাটেরা নিয়মিত রুমিকে উত্যক্ত করতো। রুমির পিতা আব্দুল বারী স্থানীয় থানায় এ ব্যাপারে জিডি করতে গেলেও পুলিশ জিডি গ্রহণ করেনি। এর মধ্যে রুমি স্টার মার্কসহ এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। গতকাল রুমি আত্মহত্যার প্ররোচনা মামলার তার থানা পুলিশের কাছ থেকে নিয়ে ডিসি নর্থের উপর দেয়া হয়েছে। আসামীদের গ্রেফতার করার জন্য ইতিমধ্যে ৮টি টীম নগরীতে অভিযান শুরু করেছে। এদিকে জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি রুমিদের বাড়ি গিয়ে এই ঘটনার আইনগত সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে।

জড়িতদের গ্রেফতারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ

আমাদের রিপোর্টার জানান,গতকাল বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী খুলনার দৌলতপুরে সন্ত্রাসীদের দ্বারা অপহরণের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে তরুণী আফরিন রুমির আত্মহত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। এই মামলাটি তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে নেয়ার জন্য মন্ত্রীর নির্দেশ উল্লেখে করেন।